শ্রীলঙ্কা সফর

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

শ্রীলঙ্কা এবং সাফল্য বাংলাদেশের জন্য সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ব্যাপার। হতাশাজনক ওয়ানডে সিরিজ শেষ। সামনে টেস্ট। সত্যিকারের 'পরীক্ষা' মান বাঁচানোর। লিখেছেন... হাসান জামান

ওয়ানডে সিরিজ শেষে অধিনায়ক হাবিবুল বাশার সুমনের মন্তব্য, 'প্রথম ম্যাচে বোলিং, দ্বিতীয় ম্যাচে ব্যাটিং আর তৃতীয় ম্যাচে ফিল্ডিং ভালো হয়েছে'। এ কথা থেকেই পরিষ্কার, বাংলাদেশ কতটা অগোছালো ক্রিকেট খেলেছে।

প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা বলেই হয়তো। ওয়ানডেতে কিছুদিন ধরে উন্নতিটা চোখে পড়ার মতো। গত ৩টি সিরিজেই অন্তত একটা করে ম্যাচ জিতেছে বাংলাদেশ। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে জয়টা তো ইতিহাস। তবু বিপক্ষের দলটা শ্রীলঙ্কা হলেই সবকিছু লেজেগোবরে হয়ে যায়। এমনকি ওয়ানডেতে সর্বনিম্ন রানের রেকর্ড তাদেরই বিপক্ষে। তবু ক্রমোন্নতির ধারায় অর্জিত বিশ্বাসভঙ্গ হলো। প্রথম ম্যাচে একমাত্র অর্জন সৈয়দ রাসেল। ইংল্যান্ডে 'এ' দলের সফরে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন। তিনি যে থাকতেই এসেছেন, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন ভালোমতোই। এভাবে তার বলে ক্যাচ না ফেললে হয়তো অভিষেকটা আরো বর্ণাঢ্য হতে পারতো।

দ্বিতীয় ম্যাচ হিরো খালেদ মাসুদ পাইলট। নিজের শততম ওয়ানডে ম্যাচ। বাংলাদেশের কোনো ক্রিকেটারের জন্য অজর্নটা প্রথম। জান বাজি রেখে খেলার অভ্যাসটা বজায় রেখেছেন সেদিনও। দলকে একটা সম্মানজনক স্কোরে পৌঁছে দিয়েছেন।

সিরিজ জিতে শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় সারির দল নামিয়েছিল। সিনিয়রদের মধ্যে একমাত্র ক্যাপ্টেন আতাপাত্তু দলে ছিলেন। সেটাও সুপারসাব হিসেবে। শুরুটা দুর্দান্ত ছিল। ৪৭ রানে পড়লো ১ম উইকেট। আর ৫২ রান করতেই ৫ উইকেট উধাও। শেষ পর্যন্ত টেল এন্ডারদের দৃঢ়তায় রান হয় ১০৮। তবু বোলাররা ভালোই লড়াই করেছেন। ৪ উইকেট ফেলতে পেরেছেন।

সিরিজে অর্জন বলতে সৈয়দ রাসেল। ভালো খেলার পুরস্কারও পেয়েছেন টেস্ট দলে জায়গা পেয়ে। বোলাররা সবাই ভালোই

শাহরিয়ার নাফিস : ধারাবাহিকভাবে রান পেয়েছেন সিরিজে

করেছেন। মাশরাফির ইনজুরি সুযোগ করে দেয় তাপস বৈশ্যকে। তিনিও শেষ ম্যাচে বেশ ভালো করেছেন। তবে রফিককে যেন স্বরূপে দেখাই যাচ্ছে না। ব্যাটিংয়ে শাহরিয়ার নাফিস ধারাবাহিকতা দেখিয়েছেন। তবে ইনিংসের মাঝপথে এসে কোনো খেলায়ই ব্যাটসম্যানরা সিঙ্গেলস বের করতে পারেননি। সেটা পারলে রান আরো কিছু বেশি হতো। এখানেই বিশ্ববাসী চিনেছিল মোহাম্মদ আশরাফুলকে। তিনি মোটেও রান পাননি। ব্যাটিং এবং ফিল্ডিং-ব্যর্থতা দলকে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য থেকে বঞ্চিত করেছে।

এ সিরিজ থেকে হয়তো একটা অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে। সবার প্রিয় 'চাচা' খালেদ মাহমুদ সুজনকে ভবিষ্যতে দলে নাও দেখা যেতে পারে। 'ফাইটার' হিসেবে পরিচিতি পেয়ে গেছেন। অনেক বাজে সময় পার করে এখনো দলের সঙ্গে আছেন। আগামী মৌসুমে বোর্ডের চুক্তিতে রাখা না হলে জাতীয় দলে আর খেলবেন না বলে দিয়েছেন। নিজের সেরা সময়টা পেরিয়ে এসেছেন বাংলাদেশ দলের প্রাক্তন অধিনায়ক। দলের সবার প্রিয়, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা মিশ্রিত 'চাচা' ডাকার জন্য তিনি থাকবেন না হয়তো। সবাই তাকে মিস করবে।

সামনেই টেস্ট সিরিজ। দলে নতুন যোগ দিচ্ছেন নাফিস ইকবাল, এনামুল হক জুনিয়র আর শাহাদত হোসেন। নাফিস অনেক দিন ধরেই ফর্মে নেই। এটা দলে ফিরে আসার জন্য বড় সুযোগ। অন্যদিকে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজ জেতানো পারফর্মেন্স করেও ইংল্যান্ডে সুযোগ পাননি। শ্রীলঙ্কায় স্পিন সহায়ক পিচে নিজেকে প্রমাণ করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন এনামুল হক জুনিয়র।

টেস্ট সিরিজে সম্মানজনক ফলাফল করতে হলে ওয়ানডের ভুলগুলো শুধরে নিতে হবে। যাদের ক্যাচ মিস হয়েছে, তারাই সুযোগটা নিয়ে দলের জয়ের ভিত্তি গড়ে দিয়েছেন। তাই ক্যাচ এবং গ্রাউন্ড ফিল্ডিং ভালো করতে হবে। আমাদের ব্যাটসম্যানদের বড় সমস্যা দায়িত্বজ্ঞানহীনতা। দলের বিপদেও অতিরিক্ত শট খেলতে গিয়ে আউট হয়ে আসেন অনেকে। টপ অর্ডারকে দায়িত্বটা নিতে হবে। শুরুতেই উইকেট পড়ে গেলে খেলা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। গুল্লুর সঙ্গে ওপেন করবেন নাফিস ইকবাল বা শাহরিয়ার নাফিস। আহামরি পারফর্মেন্স না হলেও তুষারের টেস্ট অভিষেকের সম্ভাবনা রয়েছে।

বোলিং ডিপার্টমেন্টে সবচেয়ে আনন্দের সংবাদ, মাশরাফি সেরে উঠছেন। প্রথম টেস্টের আগেই হয়তো সম্পূর্ণ ফিট হয়ে যাবেন। স্পিন-সহায়ক কন্ডিশনে এনামুল ও রফিক ভরসা। তাপস তো আছেনই। সৈয়দ রাসেলেরও টেস্ট অভিষেক হওয়ার সুযোগ আছে।

ওয়ানডেতে সবচেয়ে মজার ব্যাপার ছিলো ভাস-মুরালিকে উইকেট না দেয়া। টেস্টে সব সময়ই অবস্থাটা ভিন্ন। কাউকে আলাদা করে গুরুত্ব না দিয়ে সবাইকেই দেখতে হবে দেখেশুনে। শ্রীলঙ্কা প্রথম থেকেই বলে আসছে আমাদের মোটেও ছাড় দেবে না তারা। ভালো খেলেই সম্মানের জায়গাটা তৈরি হয়েছে। সেটা বজায় রাখাটাও জরুরি। তবুও একটা কথা থেকে যায়, ওয়ানডেতে ফলাফল বিপর্যয়ের পরও সম্ভাবনা শেষ হয়ে যাচ্ছে না। সবাই নিজের কাজ ঠিকমতো করতে পারলে আশা রাখতে দোষ কোথায়? জয় না হোক, অন্তত একটা ড্র তো আশা করতে পারি।